

বিবেককে পাশে সরিয়ে রাখলেন রাষ্ট্রপতি

চিরঞ্জন সরকার

ইয়াজউদ্দিনের মধ্য রাতের ভাষণের মাজেজা

সাধারণত অশ্লীল বা আপত্তিকর অনুষ্ঠানগুলো টেলিভিশনে গভীর রাতে দেখানো হয়। লেট নাইট মুভি, মিড নাইট হিটস ইত্যাদি নানা আয়োজন থাকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। অল্প বয়সীরা যেনো এসব অনুষ্ঠান দেখে বিগড়ে না যায় এ জন্যই গভীর রাতে তা প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 'দলীয়' প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজউদ্দিন সাহেব এখনো পর্যন্ত যে কয়েকবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন প্রতিবারই তা প্রচার করা হয়েছে গভীর রাতে। এর নিশ্চয়ই মাজেজা আছে। তিনি একদা শিক্ষক ছিলেন। দলের কাছে নিজের বিবেককে বন্ধক দিলেও তিনি কিছু 'বিবেচনা' এখনো ধারণ করেন। শিক্ষিত মানুষ বলে কথা! আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ যে রাত এগারোটার পর ঘুমায়— এটা সবাই জানে। ইয়াজউদ্দিন সাহেবেরও তা না জানার কথা নয়। তবে তিনি এও জানেন যে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিচ্ছেন, তা নিতান্তই অশ্লীল। কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের ভাষণ এমন দলীয় প্রভাবে আচ্ছন্ন এবং গুরুত্বহীন হয় না। তার বক্তৃতার মধ্যে সারবস্তু কিছুই থাকে না। তার ভাষণগুলো নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় ও বিরক্তিকর। এই অশ্লীল, নোংরা এবং ক্ষতিকর ভাষণ সবাই ঘুমিয়ে গেলে যদি প্রচার করা হয়, তাহলেই মঙ্গল। তা নাহলে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। গভীর রাতে তার ভাষণ প্রচারের এটাই হয়তো মূল কারণ। রাষ্ট্রপতি যে উদ্দেশ্যেই গভীর রাতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন না কেনো সময় নির্বাচনের বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যক্তির ফালতু ভাষণ সবাই ঘুমিয়ে গেলেই প্রচার করা উচিত।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বর্তমানে যা কিছু করছেন, জাতির বারোটা বাজানোর জন্যই যে তা করছেন একথা এখন সবাই জানে। কিন্তু সবাই নিরুপায়। কারণ তিনি 'সাংবিধানিক'ভাবে দায়িত্ব পেয়েছেন। এখন তিনি যা খুশি তাই করলেও সাংবিধানিকভাবে তাকে অপসারণ বা ক্ষমতাচ্যুত করার কোনো সুযোগ নেই। তিনি যদি পনের কোটি মানুষকে আলাদাভাবে প্রত্যেকের পেছনে একটি করে আছোলা বাঁশও দেন তাহলেও কারো কিছু বলার নেই। সংবিধান রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলার বা করার সুযোগ দেয়নি। কাজেই সংবিধানকে সম্মুখ রাখতে হলে আমাদের বাঁশও হজম করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

রাষ্ট্রপতির যাবতীয় অশ্লীলতা, নোংরামি, ক্ষতিকর উদ্যোগ আমাদের হাসি মুখে মেনে নিতে হবে। তার রাতের তৎপরতাকেও স্বীকার করে নিতে হবে। রাতের বেলায় আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর নরপশু তৎপর হয়ে উঠে। চোর-ডাকাত, অপরাধী-খুনি-লম্পট-মাতাল-ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য রাতই হচ্ছে মাহেন্দ্রক্ষণ। যা প্রকাশ্যে করা যায় না, সমাজের চোখে যা অন্যায়, অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত, যা গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে করতে হয়—তা সাধারণত রাতের বেলায়ই করা হয়। কারণ রাতের বেলা মানুষের স্বাভাবিক তৎপরতা থাকে না। সবাই এ সময় বিশ্রাম করে, ঘুমায়। এই সুযোগে সমাজবিরোধী দুর্বৃত্তরা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মাঠে নেমে পড়ে। আমাদের দেশে যেসব অশুভ ক্ষতিকর ঘটনা ঘটেছে তার প্রায় সবই হয়েছে রাতের অন্ধকারে। অপশক্তির রাতের অন্ধকারকেই তাদের অপকর্মের জন্য বেছে নেয়। আমাদের দেশে যে কজন রাষ্ট্রপ্রধান খুন হয়েছেন, যে ক'জন সেনাশাসক অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন, তারা সবাই এ জঘন্য কাজগুলো করেছেন গভীর রাতে, সবাই ঘুমিয়ে যাওয়ার পর। বিএনপি-জামায়াতের একান্ত আঞ্জাবহ রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন সাহেবও রাতকেই বেছে নিয়েছেন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণসহ যাবতীয় অপকর্ম করার সময় হিসেবে।

একশতাংশ দলীয় করণ

এবার বিএনপি-জামায়াত জোট কৌশলে দলীয় রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব দিয়ে একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দলীয়করণ করে। তবে কয়েকজন উপদেষ্টার নিরপেক্ষ ভূমিকা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে একশতাংশ দলীয়করণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মতানৈক্য ও প্যাকেজ কর্মসূচি ব্যর্থ হওয়ার কারণে চার উপদেষ্টা পদত্যাগের পর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজউদ্দিন আহমেদ তার অনুগত ও পছন্দের চার ব্যক্তিকে উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়েছেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, রাজনৈতিক সংকট সমাধানে উপদেষ্টাদের সুপারিশ অবমূল্যায়নসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণে চরম স্বেচ্ছাচারিতা চারজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ উপদেষ্টাকে পদত্যাগে বাধ্য করে। যে চারজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেছেন তারা সবাই নিজ নিজ অঙ্গনে ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তারা সবাই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার শীর্ষে অবস্থান করছিলেন। পদত্যাগী উপদেষ্টারা

হলেন-অবসরসরপ্রাপ্ত মন্ত্রী পরিষদ সচিব ড. আকবর আলী খান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান লেঃ জেনারেল (অবঃ) হাসান মশহুদ চৌধুরী, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব সিএম শফি সামি এবং মানবাধিকার আন্দোলনের নেত্রী অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল। তারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাদের কেউই ব্যক্তি স্বার্থে পদত্যাগ করেননি। সবাই একটি নীতির প্রক্ষেপে পদত্যাগ করেছেন। সুতরাং প্রত্যাশা করা হয়েছিলো তাদের ফেরত আনা হবে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাকি দিনগুলোতে সম্মিলিতভাবে অর্থাৎ মিলেমিশে কাজ করা হবে। গত দেড়মাস ধরে ইয়াজউদ্দিন সাহেব যা কিছুই করে থাকুন না কেনো, ওই চারজনকে স্বপদে ফিরিয়ে আনার পর থেকে তিনি সকলের মতামতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেবেন এবং যৌথ সিদ্ধান্তে কাজ করবেন। কিন্তু বিবেকবান মানুষের সেই প্রত্যাশার গুড়ে বালি ছিটিয়ে ইয়াজউদ্দিন ঠিকই কাউকে কিছু না জানিয়ে নতুন চারজন উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়েছেন। তিনি আবারো তার জাত চিনিয়েছেন।

চার উপদেষ্টা পদত্যাগপত্র পাঠানোর ১৫ ঘন্টার মধ্যে ইয়াজউদ্দিন তার দল বিএনপির অনুগত ও বিশ্বস্ত চারজন উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়ে দলীয়করণের ষোলকলা পূরণ করেছেন। নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ ও সেনা মোতায়েনের মতো ঘটনার পর বিএনপি-জামায়াতের প্রেসক্রিপশানে কাউকে কিছু না জানিয়ে এককভাবে ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ চারজন নতুন উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়েছেন। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যসহ পুরো জাতিকে অন্ধকারে রেখে খেলারামের মতো অন্ধকারের খেলা শুরু করেছেন ইয়াজউদ্দিন সাহেব। নতুন উপদেষ্টাদের মধ্যে অধ্যাপক মোঃ মঈন উদ্দিন খান ও ড. শোয়েব আহমেদ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত সাদা প্যানেলের সদস্য হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও অর্থনীতি সমিতির নেতৃত্বে ছিলেন। আশার প্রেসিডেন্ট সফিকুল হক চৌধুরী গত নির্বাচনে বিএনপির পক্ষে ভূমিকা পালন করেন এবং বিএনপির ফমুলায় এনজিওদের ফোরাম এডাবের পাল্টা এফএনবি গঠনের নেতৃত্ব দেন। আর মেজর জেনারেল রুহুল আলম চৌধুরী বিএনপি দলীয় রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের সামরিক সচিব ছিলেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে যাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠায়। এরা প্রত্যেকে ‘দাসখত’ দিয়েই উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

চার উপদেষ্টার পদত্যাগের পর অন্যতম উপদেষ্টা হিসেবে নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল সাবেক সচিব নজরুল ইসলামের নাম। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, উপদেষ্টা হওয়ার প্রস্তাবের পাশাপাশি তাকে দুটি শর্তও দেয়া হয়েছিলো। শর্ত দুটি হচ্ছে- ইয়াজউদ্দিনের কোনো সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা যাবে না এবং নতুন কোনো প্রস্তাব দেয়া যাবে না। অর্থাৎ ‘জি হুজুর’ উপদেষ্টা হতে হবে। কোনো ব্যক্তিত্ববান মানুষের পক্ষে এধরনের অপমানজনক শর্ত মানা সম্ভব নয় বলেই সাবেক সচিব নজরুল ইসলাম উপদেষ্টা হওয়ার প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়েছেন। কিন্তু তাতে ইয়াজউদ্দিন সাহেবের তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। আমাদের দেশে পদ-পদবি-ক্ষমতার প্রতি ভীষণরকম লোভি, কাতর, লালায়িত ব্যক্তির অভাব কোনোকালেই ছিলো না, এবারও হয়নি। কিছু মানুষ ‘লেজ নাড়তে’ ঠিকই উপদেষ্টা পরিষদে অত্যন্ত আনন্দচিত্তে যোগ দিয়েছেন। ক্ষমতার উচ্চিষ্ট ভোগী হতে তারা লাজ-লজ্জা-আত্মসম্মানবোধ বিসর্জন দিয়ে ঠিকই ইয়াজউদ্দিনের পিছু পিছু ‘ইয়েস স্যার’ ‘ইয়েস স্যার’ বলে গণতন্ত্রের বারোটা বাজানোর অভিযানে शामिल হয়েছেন। ইয়াজউদ্দিনবিরোধী প্রবল জনমত বিরাজ করা সত্ত্বেও যারা নতুন করে ইয়াজউদ্দিনের ‘কোলাবরেটের’ হয়েছেন, তাদের আমরা কী বলবো? গণতন্ত্রবিরোধী, না কি গণবিরোধী? না কি জাতীয় বেঈমান?

ইয়াজউদ্দিন কেবলই ফেল মারছেন

অনেক সমালোচনা ও বিতর্কের পর যখন ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বানানো হলো তখন অনেকেই ‘হায় হায়’ ‘গেলো গেলো’ রব তুলেছিলেন। তখন আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম; কেনো বাবা, ইয়াজউদ্দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হয়েছেন বলে কী জাত গেছে? নিয়ম অনুযায়ী যার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়ার কথা ছিলো সেই কেএম হাসান যে কারণে যেভাবেই হোক বিতর্কিত হয়েছেন। তাকে আসলে বিএনপিই বিতর্কিত করেছে। বিএনপি যদি উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিচারপতিদের বয়স না বাড়াতো তা হলে এই ধরনের কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার কোনো সুযোগই থাকতো না। এই বয়স বাড়ানোর কারণেই কেএম হাসান সর্বশেষ অবসর নেয়া বিচারপতি হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার অধিকার পান। বিচারপতিদের বয়স বাড়িয়ে এমন একটি পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি করা না হতো তাহলে কি আর এতো কাণ্ড হয়? যা হোক, বিএনপি না হয় পাপ করেছে, কিন্তু এ পাপের কারণে তো সব কিছু থেমে থাকতে পারে না। বিএনপির এমপিদের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন যখন সংবিধানের অন্যসব ধারা পায়ে মারিয়ে সরাসরি উপদেষ্টা হয়ে বসলেন তখন আমরা বিস্মিত হলেও একবারে হতাশ হইনি। হোক না তিনি দলের রাষ্ট্রপতি, এতো বড় গুরু দায়িত্ব যখন নিলেন তখন নিশ্চয়ই তিনি পদমর্যাদা রক্ষা করবেন। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাকে বিবেচনায় নিয়ে তিনি যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে তার দায়িত্ব পালন করবেন। তাছাড়া তাকে সহযোগিতা করার জন্য বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ উপদেষ্টা তো থাকবেনই। তিনি উপদেষ্টাদের হাতে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের যাবতীয় দায়ভার অর্পণ করে

ঘরে বসে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলে প্রাণিজগতের আজব সব ঘটনা দেখে দিন কাটাতে পারতেন। তার শরীরটাও বিশেষ ভালো যাচ্ছিলো না। এর আগে বেগম খালেদা জিয়ার কী এক শক্ত কথায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং চিকিৎসার জন্য বেশ কিছু দিন সিঙ্গাপুরে কাটিয়ে আসতে হয়েছিলো। আসলে আমরা কেউই ইয়াজউদ্দিন সাহেবকে অবিশ্বাস করতে চাইনি, অবিশ্বাস করার তেমন কোনো কারণও ছিলো না। তিনি দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকরা সাধারণত আমাদের সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ হন। তারা সবসময় নীতি বা বিবেকবোধ দ্বারা পরিচালিত হন। কোনো সংকীর্ণতা লোভ-লালসা-বদমতলব তাদের বড় বেশি স্পর্শ করে না। শিক্ষকদের, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আমরা এখনো আলাদা চোখে দেখি। এই অবক্ষয়গ্রস্ত সমাজে এখনো তারা আমাদের কাছে আদর্শ। তাছাড়া ইয়াজউদ্দিন সাহেবের বয়সটাও নেহাত কম নয়। এই বয়সে এসে মানুষ আরো বেশি সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং ধার্মিক হন। কারণ জীবন সায়াহ্নে প্রত্যেক মানুষই নিজেকে অসহায় মনে করেন। তার মধ্যে মৃত্যু চিন্তা বাসা বাধে। এসময় মানুষ চেষ্টা করে সব রকম সংকীর্ণতা স্বার্থপরতার উর্ধে উঠে ভালো ভালো কাজ করতে। পরকালে সে যেনো স্বর্গবাসী হতে পারে –এজন্য শেষ বয়সে সবাই বেশি বেশি ভালো কাজ করতে চান। সাধারণত প্রবীণ বা বৃদ্ধরা অন্যায় ও অধর্মকে সচেতনভাবে এড়িয়ে চলেন। এসব দিক বিবেচনা করে আমরা ভেবেছিলাম, ইয়াজউদ্দিন সাহেব সত্যিকার অর্থেই একজন আদর্শবান ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ শিক্ষক হিসেবে, একজন শিক্ষিত মানুষ হিসেবে তিনি দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে দেশ এবং দেশের মানুষের স্বার্থে কাজ করবেন। তিনি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

কিন্তু না, তিনি সে পথে হাঁটলেন না। একজন সংকীর্ণমনা, দলবাজ, কুচক্রী, ধূরন্ধর, ষড়যন্ত্রকারী, কুটিল ব্যক্তি হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। মীরজাফর আলী খান কিংবা খন্দকার মোস্তাক আহমদ যেমন জাতীয় বেঙ্গলমান ও ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষের কাছে ঘৃণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদও সেই কাতারে নিজেকে নিয়ে গেলেন! হায়রে দলীয় আনুগত্য, হায়রে ক্ষমতার লোভ!

চার উপদেষ্টার পদত্যাগ, আপদ বিদায়?

সবচেয়ে দক্ষ, যোগ্য, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হিসেবে পরিচিত চার উপদেষ্টা পদত্যাগের পর দেশের শুবরুদ্বিসম্পন্ন সব মানুষ স্তম্ভিত হয়েছে। বিদেশি কূটনীতিকরা পর্যন্ত এ ব্যাপারে হতাশা ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইয়াজউদ্দিন সাহেব তাতে যেনো খুশিই হয়েছেন। তিনি উপদেষ্টা ধীরাজ কুমার নাথকে তাদের ফিরিয়ে আনতে দূতীয়ালির দায়িত্ব দিয়ে গোপনে গোপনে পছন্দের এবং অনুগত আরো চারজন উপদেষ্টা নিয়োগের সর্বাত্মক অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আসলে ইয়াজউদ্দিন সাহেবের এই লেখা-পড়া জানা মূদু অথচ স্পষ্টভাবী অতি-সজ্জন উপদেষ্টাদের পছন্দ হচ্ছিলো না। তিনি হয়তো আশা করেছিলেন, উপদেষ্টারা তার কথায় উঠবেন বসবেন, নড়বেন, চড়বেন, শীষ দেবেন, গান গাইবেন, উপদেষ্টারা হবেন, তার মতো বিএনপি-জামায়াতের গৃহভৃত্য, বিএনপি-জামায়াতের নেতারা যদি বলে আকাশ কর্দমাজ, তাহলে তাই সই, তারা যদি বলে ঘাস নীল তবে উপদেষ্টারাও সমস্বরে বলবেন, ঘাস নীল। তারা যদি বলে নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তবে উপদেষ্টাদেরও বলতে হবে নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তারা যদি বলে আওয়ামী লীগ সব অপকর্মের হোতা তবে উপদেষ্টাদেরও তাই বলতে হবে। মোটের ওপর উপদেষ্টাদেরও রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনের মতো 'ইয়েস'উদ্দিন হতে হবে। কিন্তু সবাই তো আর ইয়াজউদ্দিনের মতো ইয়েসউদ্দিন হতে পারে না। নিজেকে, নিজের বিবেককে বিক্রি করা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। যেমন সম্ভব হয়নি চার উপদেষ্টার। ইয়াজউদ্দিন যেভাবে বিএনপি-জামায়াতের হয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন ও দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ভুল্ল এবং দেশবাসীর পিছনে কাঠি দিচ্ছেন, ওই চার উপদেষ্টার তেমন কাজে প্রবৃত্তি হয়নি। তারা এর বিরোধিতা করেছেন। তারা চেয়েছেন সত্যিকার অর্থে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার। যেনো দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত না হয়। সব দল যেনো সমান সুযোগে নির্বাচনে অংশ নিতে পারে।

কিন্তু এগুলো হলো নীতির কথা, আইনের কথা, আদর্শের কথা। ব্যক্তিত্ববান মানুষের কথা। এসব শুনলে কী আর কোনো প্রভুর মনোরঞ্জনকারী ভৃত্যের চলে? ইয়াজউদ্দিন সাহেবেরও চলছিলো না। ভৃত্যরা যদি প্রভুর সঙ্গে ভৃত্যবৎ আচরণ না করেন তাহলে প্রভুরা অখুশি হন। তাইতো ভৃত্যদের প্রভুর মনোরঞ্জে নানা উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। ইয়াজউদ্দিন সাহেবও এমন নানা উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রভুর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে ওই চার উপদেষ্টারা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এতে ইয়াজউদ্দিন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তার ভাবখানা এমন, দয়া করে ডেকে এনে উপদেষ্টার চাকরি দেয়া হয়েছে, অথচ লোকগুলো আমার কথা শুনছে না, আমার দলের স্বার্থ রক্ষা করছে না। এ ক্যামন কথা? উপদেষ্টাদের অবশ্যই ১৪ দলের বাড়া ভাতে ছাই দিতে হবে, তাদের পাকা ধানে মই দিতে হবে। অথচ তারা তা করছে না। এ ধরনের আচরণ ক্ষমাহীন, গোলাম গোলামের মতো থাকবে। তাদের আবার মতামত কী? তারা বিদায় নিয়েছে বেশ হয়েছে; এখন অত্যন্ত চৌকস আরো চারজন নতুন গৃহভৃত্য নিয়োগ করা গেছে। এরা পদ পেয়েই দারুণ খুশি। এদের দিয়ে যা খুশি তাই করিয়ে নেয়া

যাবে। প্রতিপক্ষকে জন্ম করে প্রিয় দলকে অনায়াসে ক্ষমতায় বসানো যাবে। প্রয়োজন হলে তাদের দিয়ে পা-ও টিপিয়ে নেয়া যাবে।

চার উপদেষ্টার দৃষ্টান্তঃ সবাই তো আর নিজেকে বেচতে পারে না

চার উপদেষ্টা কিন্তু পদত্যাগ করে ইয়াজউদ্দিনকে ঠিকই চপেটাঘাত করেছেন। তার অন্যান্য সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তারা নির্ভয়ে পদত্যাগ করেছেন। তাদেরকে দূত মারফৎ পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়েছিলো, কিন্তু ওই উপদেষ্টারা এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, সবাই বিবেকহীন পশু হতে পারেন না। পদ-পদবি-সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সবাইকে কেনা যায় না। দাস বা ভৃত্য হতে সবাই জন্মায় না। কেউ কেউ মানুষ হয়ে জন্মায় এবং মানুষ হিসেবে বুক ফুলিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চায়।

কিন্তু না, ইয়াজউদ্দিন সাহেব তেমন নীতিতে বিশ্বাসী নন। তিনি অতিশয় প্রভুভক্ত। যে দল তাকে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান উপদেষ্টা বানিয়েছে সেই দলের ঋণ শোধের দায় তার অপরিসীম। তিনি তার দলের নেতানেত্রীদের কথা একদম অবজ্ঞা করতে পারেন না। তাই তো ওই চার ‘বেয়ারা উপদেষ্টার’ প্রতি তার সীমাহীন ক্ষোভ ও অনাস্থা সৃষ্টি হয়। তাদের মতামতকে অগ্রাহ্য করে অসাংবিধানিকভাবে অপ্রয়োজনে সেনা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি আসলে ওই চার উপদেষ্টাকে সরে যাওয়ারই বার্তা পাঠান।

জ্ঞানী-গুণীজনকে আমরা সম্মান জানাই। শ্রদ্ধা করি। আস্থা রাখি তারা জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেবেন। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সংকীর্ণতা, লোভ, হীনস্বার্থের কারণে যদি দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়, কঠিন মূল্য দিতে হয়, সংকটের সম্মুখীন হতে হয়—তাহলে ইয়াজউদ্দিনের মতো প্রবীণ শিক্ষকেরা রুখে দাঁড়াবেন। পথ দেখাবেন। ইয়াজউদ্দিনের কাছে তেমন সুযোগ এসেছিলো এটা প্রমাণ করার যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যানের মতো শিক্ষিত ব্যক্তির, পণ্ডিত-মনীষীর ফেলনা নয়, তাদের কান ধরে উঠ-বস করানো যায় না। তাদের সম্মান তারা নিজেরা রক্ষা করতে জানেন এবং তারা কখনো কোনো অন্যান্যের সহযোগিতা করেন না, করতে পারেন না। কিন্তু না, ইয়াজউদ্দিন সে সুযোগটি গ্রহণ করলেন না। বিবেককে তিনি পাশে সরিয়ে রাখলেন। দলীয় রাষ্ট্রপতি ছিলেন, এখন দলীয় উপদেষ্টার চাকরি করে যাচ্ছেন, মান-অপমান, ন্যায়-অন্যায়বোধের বালাই না করে।

শ্রদ্ধা করা যায় সম্মান জানানো যায় যাদের দৃষ্টান্তে উদ্দীপ্ত হওয়া যায়, এমন ব্যক্তির সংখ্যা পৃথিবীতে না হলেও আমাদের দেশে ভীষণভাবে কমে যাচ্ছে। মেরুদণ্ডহীন, ভাঁড়, ক্লীব ইয়াজউদ্দিনদের ভিড়ে একজন সুলতানা কামাল, একজন শফি সামি, একজন আকবর আলী, একজন হাসান মশহুদকে আমরা পেয়েছি যাদের শ্রদ্ধা জানানো যায়। এই বিবেকবান সাহসী চার মহান ব্যক্তিত্বকে জানাই লাল সালাম!

ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর ২০০৬